Available online at http://www.ijims.com
ISSN: 2348 – 0343

'Khirswami and Sayanacharya' in the View of Dhatupathved

ধাতুপাঠভেদের দৃষ্টিতে ক্ষীরস্বামী ও সায়ণাচার্য

Anindya Chaudhury

Asst. Professor of Jogamaya Devi College, Dept. of Sanskrit, Kolkata, W.B, India

Abstract

Dhatupatha is one of the important part among the five parts of 'Vyakaran Shastra'. Though many similarities of Dhatupatha are found in 'Kshirtarangini' and 'Madhabiya Dhatubritty' books, there are many differences too. The discussion about the difference is main here. In some dhatu sutras the differences of Dhatupatha are seen at the same time the differences of meaning too. Between the two books 'Madhabiya Dhatubritty' book is more authentic.

Keyword: Dhatu, Dhatupath, Dhatupathved

Article

ব্যাকরণ শাস্ত্রের পঞ্চবিধ অঙ্গ হল – সূত্রপাঠ, ধাতুপাঠ, গণপাঠ, উণাদিপাঠ এবং লিঙ্গানুশাসন। ধাতুকে আশ্রয় করে ধাতুপাঠ রচিত হয়েছে। ধাতুর লক্ষণ প্রসঙ্গে বৈয়াকরণগণ বলেছেন – "দধাতি বিবিধং শব্দরূপং যঃ স ধাতুঃ"। বিবিধ রূপ ধারণকারী শব্দকে ধাতু বলে। পশ্চিম ভারতীয় ধাতুপাঠ গ্রন্থ ক্ষীরতরঙ্গিনী , যার প্রণেতা ভট্টেশ্বরস্বামীর পুত্র ক্ষীরস্বামী। পূর্ব ভারতীয় ধাতুপাঠের গ্রন্থ মাধাবীয়া ধাতুবৃত্তি , যার রচয়িতা মায়াণ পুত্র সায়ণাচার্য। ভ্বাদি, অদাদি প্রভৃতি দশটি গণে ক্ষীরস্বামী ও সায়ণাচার্যের মধ্যে ধাতুপাঠগত ভিন্নতা নানা স্থলে দৃষ্ট হয়। ধাতুসূত্র কখন বা ক্ষীরস্বামী কর্তৃক ভিন্নরূপে বা অতিরিক্ত ধাতুসংযোগে পঠিত হয়েছে, আবার কখন বা সায়নাচার্য কর্তৃক ধাতুসূত্র ভিন্ন ধাতু অথবা অতিরিক্ত ধাতু সংযোগে পঠিত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে ধাতুপাঠগত প্রভেদ প্রকট হয়ে উঠেছে। তবে অধিক ক্ষেত্রেই উভয় আচার্যের ধাতুপাঠগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

"কুথি পুথি লুথি মন্থ হিংসাসংক্লেশয়োঃ" ইত্যাকারে ক্ষীরস্বামী ভ্বাদিগণীয় ধাতুসূত্র পাঠ করেছেন।অপরপক্ষে "কুথি পুথি লুথি মথি মান্থ হিংসাসংক্লেশয়োঃ" এই প্রকারে সায়নাচার্য ধাতুসূত্রটিকে পাঠ করেছেন। সায়নাচার্য পঠিত ধাতুসূত্রস্থ 'মথি' ধাতুটির উল্লেখ করেন নি স্বামী। আবার স্বামী পঠিত 'মন্থ' ধাতুটিকে সায়নাচার্য 'মান্থ' করে পাঠ করেছেন। গত্যর্থে ক্ষীরতরঙ্গিনীকারের মতে 'ষিধু' ধাতু প্রযুক্ত হয়, কিন্তু সায়নাচার্য 'ষিধু' ধাতুর পাঠ না করে 'ষিধ' ধাতুর পাঠ করেছেন। এই ষিধু বা ষিধ ধাতু ভ্বাদিগণীয়; যাকে কেন্দ্রকরে উভয় আচার্য যে ধাতুসূত্র পাঠ করেছেন, সেই সূত্র সংখ্যায় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।এ ক্ষেত্রে সূত্র সংখ্যায় ভিন্নতার কারণ হল সায়নাচার্য কর্তৃক অতিরিক্ত ভাবে – "মন্থ বিলোডনে" ধাতুসূত্র পাঠ করা। গতি অর্থক 'সেকৃ', 'স্রেকৃ' প্রভৃতি আত্মনেপদী ধাতুর ক্ষেত্রে ক্ষীরতরঙ্গিনীকার কর্তৃক পঠিত ধাতুসূত্রটি হল – "শীকৃ সেকৃ স্রেকৃ শ্রকি শ্লকি গত্যর্থাঃ"। পরন্তু মাধবীয়াধাতুবৃত্তিকার কর্তৃক পঠিত উক্ত ধাতুসূত্রটিতে 'শীকৃ' ধাতুটি

অনুপস্থিত।'শীকৃ' ব্যতীত অপরাপর ধাতুগুলিকে তিনি করে উদাহরণও প্রদান করেছেন। পুরুষকারের দ্বারা পঠিত ধাতুসূত্রে 'স্রকি' ধাতুর উল্লেখ পাওয়া যায় [১]। পাণিনীয়ধাতুপাঠব্যাখ্যাকারক বৌদ্ধবিদ্বান্ মৈত্রেয়াচার্য 'স্রকি' ধাতুটির একার সহযোগে দন্তবর্ণের স্থানে তালব্যবর্ণ করে পাঠ করেছেন। মাধবীয়াধাতুবৃত্তিকারের মতে কোন কোন আচার্যগণ উক্ত ধাতুটিকে 'সীকৃ' রূপে পাঠ করেন। এইরূপ পাঠ মাধবীয়াধাতুবৃত্তিকারের মতে অনার্ষপাঠ।ক্ষীরস্বামী এই 'সীকৃ' ধাতুটির দন্ত্যবর্ণের স্থানে তাল্ব্যবর্ণের পাঠ করে 'শীকৃ' রূপে ধাতু স্বীকার করেছেন, যা ক্ষীরতরঙ্গিনীকার পঠিত ধাতুসূত্রের প্রারম্ভেই বর্তমান।এ স্থলে প্রশ্নের উদয় হয় যে, যদি 'স্রকি' ধাতুকেই একার সহযোগে দন্ত্যবর্ণের স্থানে তালব্যবর্ণ ইত্যাদি পাঠ করে 'শীকৃ'কে স্বীকার করা হয়, তবে ক্ষীরতরঙ্গিনীকার স্ব-গ্রন্থস্থ ধাতুসূত্রে 'শীকৃ' এবং 'স্রকি'কে কেন পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পাঠ করেছেন? সূত্রে যদি অধিক বর্ণ বা অধিক শব্দকে পরিত্যাগ করে উক্ত ধাতু দুটির মধ্যে একটিকে গ্রহণ করে একই কার্য সিদ্ধ হত, তবে অধিক বর্ণসংযোজন সূত্রে করতে হত না। তদুত্তরে সায়নাচার্য স্বামীমতকে অবলম্বন করে বলেছেন যে দন্ত্যবর্ণের স্থানে তালব্যবর্ণ পাঠে অর্থের ভেদ ঘটে।উক্ত কারণেই পৃথক্ পৃথক্ ধাতু দুটিকে সূত্রে উল্লেখ করেছেন ক্ষীরস্বামী। " অস্য দন্ত্যাদেঃ স্থানে তালব্যাদি পঠিত্বা২র্থভেদাৎ পুনঃ পাঠঃ" [২]।

"কখ হসনে"- সানাচার্য পঠিত ধাতুসূত্রটি ভ্বাদিগণে উপলব্ধ হয়। 'কখ' ধাতু পরস্মৈপদী। উক্ত ধাতুসূত্রটিকে কেন্দ্র করে মায়ণপুত্রের সঙ্গে ভট্টেশ্বরস্বামীপুত্রের ধাতুসূত্রগত পাঠভেদ দেখা যায়। ভট্টেশ্বরস্বামীপুত্র অর্থাৎ ক্ষীরস্বামী এই সূত্রটিকে "খর্খ হসনে" করে পাঠ করছেন। উভয়াচার্য শুধুমাত্র ভিন্নরূপে ধাতুসূত্রটিকে পাঠ করে ক্ষান্ত হন নি, অপি চ, ভিন্ন ভিন্ন রূপে উদাহরণও প্রদান করেছেন। সায়নাচার্য প্রদত্ত উদাহরণগুলি হল – কখতি। চকাখ ইত্যাদি। অপরপক্ষে স্বামী প্রদত্ত উদাহরণগুলি হল – খখতি। খর্খা প্রভৃতি। ক্ষীরতরঙ্গিনীকার "কচি দীপ্তিবন্ধনয়োঃ" ইত্যাকারে যে ধাতুসূত্রটিকে পাঠ করেছেন, সেই ধাতুসূত্রে আচার্য সায়ন 'কচি' ধাতুটির সঙ্গে অতিরিক্ত 'কাচি' ধাতুটিকে পাঠ করেছেন। ফলতঃ ধাতুপাঠে ভিন্নতা এসে পড়ছে। ধাতুপ্রদীপ গ্রন্থে মৈত্রেয়াচার্য স্বামীর ন্যায় 'কাচি' ধাতুটিকে উক্ত ধাতুসূত্রের ক্ষেত্রে অস্বীকার করেছন। দীপ্তি ও বন্ধনার্থক কচি এবং কাচি ধাতু দুটি আত্মনেপদী।

ক্ষীরতরঙ্গিনীকার পঠিত "স্মুর্ছা বিস্মৃতৌ" ধাতুসূত্রটিকে সায়নাচার্য "স্ফুর্ছা বিস্তৃতৌ" করে পাঠ করেছেন। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র যে ধাতুপাঠগত ভেদই বিদ্যমান তা নয় , ধাতুর অর্থগত ভেদও বিদ্যমান। 'বিবাস' অর্থে স্বামী 'উছি' ধাতুকে স্বীকার করে বা গ্রহণ করে "উছি বিবাসে" রূপে ধাতুসূত্র পাঠ করেছেন। কিন্তু সায়নাচার্য 'উছি' ধাতুটির স্থানে 'উচ্ছী' ধাতুর সম অর্থে পাঠ করায় ধাতুপাঠ ভিন্ন হয়ে পড়েছে। তবে ধাতুপাঠ ভিন্ন হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে আচার্য সায়ন মনে করেন যে – "উছি ইতি ক্ষীরতরঙ্গিণ্যাম্। মন্যে সম্পাদকস্তত্র ভ্রান্তঃ" [৩]। সায়নাচার্য ভ্বাদিগণে পরস্মৈপদী 'তেজ' ধাতুর নিমিত্তে "তেজ পালনে" রূপে যে ধাতুসূত্র পাঠ করেছেন, সেই স্থলে ক্ষীরস্বামী সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে ধাতুসূত্র পাঠ করেছেন। স্বামী পঠিত ধাতুসূত্রটি হল –"কজ মদে''। মাধবীয়াধাতুবৃত্তি গ্রন্থের পাদটিকায় উক্ত মতের সমর্থনে বলা হয়েছে – "অস্য সূত্রস্য স্থানে ক্ষীরস্বামী –'কজ মদে' ইতি পঠতি" [৪] ।

ক্ষীরতরঙ্গিনীকার "ম্লেট্ ম্লেট্ উন্মাদে" ইত্যাকারে যে ধাতুসূত্রটি পাঠ করেছেন, সেই ধাতুসূত্রটিকে সায়নাচার্য "ম্লেট্ ম্লেড্ ম্লেট্ উন্মাদে" রূপে পাঠ করেছেন। অতএব সায়নাচার্য স্বামী অপেক্ষায় 'ম্লেড্' ধাতুটিকে অতিরিক্ত ভাবে পাঠ করেছেন। তবে 'ম্লেড্' ধাতুটিকে 'ম্লেট্' ধাতুর আম্লেড়িত পাঠরূপে স্বীকার করেছেন। তাই স্বামী বলেছেন – "এনং ম্লেড্ ইতি পঠন্তি আম্লেড়িতম্" [৫] । দুইবার বা তিনবার উচ্চারিত শব্দকেই আম্লেড়িত শব্দ বলে। ন্যাস গ্রন্থে বলা হয়েছে – "আম্লেড়তে আধিক্যেনোচ্যতে"। সুতরাং স্বামীমতে 'ম্লেড্' আম্লেড়িত হওয়ায় ধাতুপাঠের আধিক্য বশতঃ স্বামীর সঙ্গে সায়নাচার্যের উক্ত ধাতুসূত্রে পাঠভেদ দৃষ্ট হয়। ক্ষীরতরঙ্গিনীকার "স্ফটি স্ফুটির্ বিশরণে" ভ্বাদিগণীয় ধাতুসূত্র পাঠ করলেও সায়নাচার্য "স্ফুটির্বিশরণে" রূপে ধাতুসূত্রটি পাঠ করেছেন। অতএব সায়নাচার্য স্বামী পঠিত বা স্বীকৃত 'স্ফটি' ধাতুটিকে অস্বীকার করেছেন। তবে কাশকৃৎস্ন ধাতুপাঠে উক্ত সূত্রটি অন্যভাবে পঠিত হয়েছে – 'স্ফুটির্ বিশরণে বিকাশে চ' [৬]। সায়নাচার্যের ন্যায় মৈত্রেয়াচার্যও "স্ফুটির্বিশরণে" পাঠ করেন।

তোডনার্থে ক্ষীরস্বামী "তূড়্ তোডনে" পাঠ করেছেন। সায়নাচার্য সেটিকে "তুড়্ তোডনে" করে পাঠ করেছেন। অর্থাৎ সায়নাচার্য হ্রস্ব উকার সহযোগে ধাতুটিকে পাঠ করেছেন, আর স্বামী দীর্ঘ উকার যোগে পাঠ করেছেন। ধাতুপ্রদীপ গ্রন্থে এবং চান্দ্রধাতুপাঠে সায়নাচার্যের মতের সমর্থন পাওয়া যায়। আবার শাকটায়নাচার্য স্বামীর মতকেই সমর্থন করেছেন [৭] । ভট্টেশ্বরস্বামীর পুত্র ক্ষীরস্বামী দ্বারা পঠিত "জি জৃ অভিভবে" ধাতুসূত্রটিকে মায়ণপুত্র সায়নাচার্য "জি জ্রি অভিভবে" করে পাঠ করেন। অতএব স্বামী পঠিত 'জৃ' ধাতুটিকে সায়নাচার্য 'জ্রি' করে পাঠ করেছেন। পুরুষকারেও সায়নাচার্যের মতটির সমর্থন পাওয়া যায় [৮] । এ স্থলে জি আদি ধাতুর অর্থ অভিভব।

ভট্টেশ্বরস্বামীর পুত্র ক্ষীরস্বামী দিবাদিগণে "ষ্ণসু নিরসনে" রূপে যে ধাতুসূত্র পাঠ করেছেন, সেই ধাতুসূত্রটিকে মায়ণপুত্র সায়নাচার্য "ষ্ণুসু অদনে" করে পাঠ করেছেন। উভয় আচার্যের মধ্যে এই স্থলে ধাতুগত ও ধাত্বর্থগত সাদৃশ্য অনুপস্থিত। স্বামী মতে তিম, তীম, ষ্টিম ও ষ্টীম দিবাদিগণের এই ধাতু চতুষ্টয় আর্দীভাব অর্থে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু সায়নাচার্য তীম এবং ষ্টীম ধাতুর পাঠ করেন নি। তিনি আর্দীভাব অর্থে তিম, ষ্টিম এবং স্তিম ধাতুত্রয়কে পাঠ করেছেন। স্বাদিগণে 'ধূঞ্' ধাতু কম্পনার্থক। স্বামী পাঠানুসারে – "ধূঞ্ কম্পনে"(৫/১০)। সায়নাচার্য উক্ত ধাতুটির ঊকারকে হ্রস্ব করে পাঠ করেছেন – "ধুঞ্ কম্পনে"(৫/৯)। সায়নাচার্যের মতে শিবস্বামী এবং আচার্য কাশ্যপ ক্ষীরস্বামী ন্যায় উক্ত ধাতুটিকে পাঠ করেছেন। স্বামী পঠিত "স্মৃ প্রীতিবলনযোঃ।(৫/১৫) ধাতুসুত্রটিকে সায়নাচার্য "স্মৃ প্রীতিপালনযোঃ" (৫/১৪) করে পাঠ করেন।

তুদাদিগণে ক্ষীরস্বামী " জর্জ ঝর্ঝ চর্ছ পরিভাষনে"(৬/২১) পাঠ করলেও মাধব সহোদর সায়নাচার্য "জর্জ চর্চ ঝর্ঝ পরিভাষনসন্তর্জনযোঃ"(৬/২০)করে ধাতুসূত্রটিকে পাঠ করেছেন। অর্থাৎ সায়নাচার্য ক্ষীরস্বামী পঠিত 'চর্ছ' ধাতুর স্থানে 'চর্চ' ধাতুর পাঠ করেছেন। এ স্থলে ধাত্বর্থ ভিন্নতাও আছে। রুদাদিগণে ক্ষীরস্বামী 'বিচির্' ধাতুর পাঠ করেছেন – " বিচির্ পৃথগ্ভাবে"(৭/৫)। অপরপক্ষে সায়নাচার্য 'বিজির্' ধাতু স্বীকার করে " বিজির্ পৃথগ্ভাবে"(৭/৫)ধাতুসূত্র পাঠ করেছেন। মৈত্রেয়রক্ষিত ও ভট্টোজী দীক্ষিতও স্বামী ন্যায় 'বিচির্' ধাতুর পাঠ করেছেন (মাধবীয়াধাতুবৃত্তি, ১নং পাদটীকা, পৃষ্টা- ৪৯৭)। তুদাদিগণে ক্ষীরস্বামী কর্তৃক "তৃহি হিসি

হিংসায়াম্" (৭/২৪) ইত্যাকারে পঠিত ধাতুসূত্রটিকে সায়নাচার্য "তৃহ হিংসায়াম্" (৭/২৪) এবং "হিসি হিংসায়াম্" (৭/২৫) করে পাঠ করেছেন। তনাদিগণে এরুপ ধাতুপাঠ ভিন্নতা দেখা যায় না। ক্র্যাদিগণে ক্ষীরতরঙ্গিণী গ্রন্থে – "খব ভূতপ্রদুর্ভাবে"(৯/৬২) ধাতুসূত্রটি পঠিত হলেও মাধবীয়াধাতুবৃত্তিতে "খচ ভূতপ্রদুর্ভাবে"(৯/৬৩) ইত্যাকারে পঠিত হয়েছে। চুরাদিগণে ক্ষীরতরঙ্গিণী গ্রন্থে ক্ষীরস্বামী কর্তৃক পঠিত "পল রক্ষণে"(১০/৬৩), "ছুট ছেদনে"(১০/৬৬), "পুট সংচূর্ণনে"(১০/৬৭) ইত্যাদি ধাতুসূত্রগুলি মাধবীয়াধাতুবৃত্তি গ্রন্থে যথাক্রমে "পাল রক্ষণে"(১০/৬৩), "চুট ছেদনে"(১০/৬৬) এবং "মুট সংচূর্ণনে"(১০/৬৭) করে পঠিত হয়েছে। চুরাদিগণীয় এই ধাতুসূত্রগুলির মধ্যে উভয় আচার্যের ধাতুপাঠগত প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এতদ্ ব্যতীত এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত বর্তমান ক্ষীরস্বামী ও সায়নাচার্যের মধ্যে।

ক্ষীরস্বামী ও সায়নাচার্যের গ্রন্থ দুটি একই বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখা। ধাতু পাঠের, ধাত্বর্থের দিক থেকে বহুলাংশে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য প্রবল ভাবে বর্তমান। কিন্তু একই বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখা হলেও নানাবিধ দিকে এই দুটি গ্রন্থের মধ্যে বেশ কিছু বৈসাদৃশ্যও বিদ্যমান। সেই বৈসাদৃশ্যগুলির মধ্যে একটি দিকে অবলম্বন করে উক্ত আলোচনা করা হয়েছে মাত্র। ধাতুপাঠের দৃষ্টিতে পাণিনি পরম্পরাকে অনুসরণ করলে মাধবীয়াধাতুবৃত্তি গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে ধাতুপাঠ গ্রন্থগুলির মধ্যে মাধবীয়াধাতুবৃত্তিকে প্রমান গ্রন্থ রূপে স্বীকার করা হয়। অতএব ক্ষীরস্বামী প্রদত্ত মতগুলির প্রতি অনাদর প্রদর্শন না করে সায়নাচার্যের মত অনুসরণ পূর্বক ধাতুপাঠ গ্রন্থের অধ্যয়ন করাই শ্রেয়।

তথ্যসূত্র –

১। ক্ষীরতরঙ্গিনী , ৬নং পাদটীকা , পৃষ্ঠা – ২৮ , পঞ্চনদ প্রেস(প্রাঃ)লিমিটেড , সংবৎ- ২০১৪

২। মাধাবীয়াধাতুবৃত্তি, পৃষ্ঠা – ৭৭ , তারা বুক এজেন্সি, ১৯৮৩

৩। মাধাবীয়াধাতুবৃত্তি, ১নং পাদটীকা , পৃষ্ঠা – ৯৭ , তারা বুক এজেন্সি, ১৯৮৩

৪। মাধাবীয়াধাতুবৃত্তি, ১নং পাদটীকা , পৃষ্ঠা – ১০০ , তারা বুক এজেন্সি, ১৯৮৩

৫। ক্ষীরতরঙ্গিনী , সূত্রসংখ্যা - ১৯৬ , পৃষ্ঠা – ৫২ , পঞ্চনদ প্রেস(প্রাঃ)লিমিটেড , সংবৎ- ২০১৪

৬। ক্ষীরতরঙ্গিনী , ৪নং পাদটীকা , পৃষ্টা- ৫৬ , পঞ্চনদ প্রেস(প্রাঃ)লিমিটেড , সংবৎ- ২০১৪

৭। ক্ষীরতরঙ্গিনী , ৩নং পাদটীকা , পৃষ্টা- ৫৮ , পঞ্চনদ প্রেস(প্রাঃ)লিমিটেড , সংবৎ- ২০১৪

৮। ক্ষীরতরঙ্গিনী , ১নং পাদটীকা , পৃষ্টা- ১৪৪ , পঞ্চনদ প্রেস(প্রাঃ)লিমিটেড , সংবৎ- ২০১৪